দৈনিক বাংলা
03 FEB 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6
156

বুধবার ডাকসু নির্বাচনে রোকেয়া হলে ছাত্রীদের ভোট প্রদান —দৈনিক বাংলা

শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন

১৩টি হলের ফল ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল গভীর রাতে আকস্মিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিশন ১৩টি হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফল মাইকযোগে ঘোষণা করেছে।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ীঃ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত প্যানেল শেখ মুজিব হল, এফ রহমান হল, শহীদুল্লাহ হল, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলে পূর্ণ প্যানেলে জিতেছে।

অপরদিকে ছাত্রদলের প্যানেল জিয়া হল ও মহসিন হলে পূর্ণ প্যানেল পেয়েছে। বাকি হলগুলোর মধ্যে সূর্যসেন হলে জিএস ছাড়া (ছাত্রদল) বাকি সকল পদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, এফএইচ হলে ভিপি. জিএসসহ ৭টি পদ ছাত্রদল বাকিগুলো সংগ্রাম পরিষদ, এস এম হলে ভিপি (ছাত্রদল) ছাড়া বাকি পদ সংগ্রাম পরিষদ এবং জসিমউদ্দিন হলে ভিপি জিএসসহ ১০টি পদে ছাত্রদল এবং অন্যান্য পদে সংগ্রাম পরিষদ জিতেছে।

এছাড়া শহীদুল্লাহ হলে ও শেখ মুজিব হলে ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছাত্রদল জিতেছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল ডাকসু এবং হল সংসদে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্যে ভোট দিয়েছেন। সন্ধ্যায় কলাভবনে ভোট

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান বুধবার কলা ভবনে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা ঘুরে দেখেন। —দৈনিক বাংলা

দৈনিক
কলাম 6

১৩টি হলের ফল ঘোষণা

(১ম পৃঃ পর)

গণনা শুরু হয়। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

মোট ২৫ হাজার ২৫ জন ভোটারের মধ্যে ১৫ হাজার ৩৫৮ জন ভোট দেন। প্রদত্ত ভোটের হার ৬১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ’৮২ সালে শেষ ডাকসু নির্বাচনে ভোট প্রদানের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। এবার নির্বাচনে শেখ মুজিব হলে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে ছাত্রীদের হল দুটিতে।

ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সহযোগিতা দেয়ার জন্যে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় ভোট গণনা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। প্রফেসর মান্নান বলেন, এবারের ডাকসু নির্বাচন অন্য যেকোন নির্বাচনের জন্য মডেল হতে পারে।

সকাল আটটায় ১৩টি হলে একই সাথে ডাকসু এবং হল সংসদগুলোর ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বেলা ২টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলে। অধিকাংশ হলেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট প্রদান শেষ হয়। তবে কয়েকটি হলে নির্ধারিত সময়ের পরও কেন্দ্রের ভেতর ভোটার উপস্থিত থাকায় পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের ভোট প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়।

শেখ মুজিব হলে ৮১৭টি ভোটের মধ্যে ৬৮৭টি ভোট পড়েছে। এ হলে প্রদত্ত ভোটের হার ৮৪ দশমিক ০৯ শতাংশ। এর পরই বেশি ভোট পড়েছে জগন্নাথ হলে। এখানে দুই হাজার ৬৫ জন ভোটারের মধ্যে এক হাজার ৬৪০ জন ভোট দিয়েছেন। ভোটের হার ৭৯ দশমিক ৪২ শতাংশ। শামসুন নাহার হলে সবচেয়ে কম ভোট পড়ে। এ হলে তিন হাজার ৬৫৬ জনের মধ্যে ১৪শ’ ছাত্রী ভোট দিয়েছেন। ভোটের হার ৩৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। এরপরই কম ভোট পড়েছে রোকেয়া হলে, ৪২ দশমিক ২৮ শতাংশ। এ হলে চার হাজার ৫৬০ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র এক হাজার ৯২৫ জন ভোট দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলের মধ্যে রোকেয়া হলে সর্বাধিক ভোটার। এর পরই ভোটার বেশি শামসুন নাহার হলে।

সাত বছর পর অনুষ্ঠিত এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ২০টি পদের জন্যে ১৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৩টি হল সংসদে মোট ১৫৬টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা আট শতাধিক। নির্বাচনে দশটি প্যানেল অংশ নেয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ মনোনীত “সুলতান-মুশতাক” পরিষদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের “দুদু-রিপন” পরিষদ এবং ইসলামি ছাত্রশিবিরের “শামসু-আমিন” পরিষদ ডাকসু এবং হল সংসদের সকল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছিল উৎসব মুখর। অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় বাস এবং রিকশায় ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হন। কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের জন্যে বিশেষ বাস সার্ভিস চালু রাখে। অনেক ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে প্রবেশের বিভিন্ন সড়কমুখেও নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাস এলাকায় প্রবেশ করা মাত্র কর্মীরা ছুটে গিয়ে নিজ নিজ পরিষদের প্যানেল ধরিয়ে দেন। প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের সামনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করে। কোন কোন হলে ছাত্র শিবিরের নির্বাচনী ক্যাম্পও দেখা যায়।

নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকলেও বিভিন্ন সংগঠন ভোট চলাকালে তাদের পরিষদের প্রার্থীদের নিয়ে হল এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান সকালে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রায় তিন হাজার পুলিশ ক্যাম্পাস এলাকায় মোতায়েন করা হয়। ভোট চলাকালে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের সামনে পুলিশ ছিল। ভোটগ্রহণ শেষে কড়া পুলিশ প্রহরায় ১৩টি হল থেকে ব্যালট-বাক্স কলাভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। কলাভবনের চারতলায় ডাকসু এবং তিন তলায় হল সংসদগুলোর ভোট গণনা চলে। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ভোট গণনা শুরু হয়। শিক্ষক-অফিসার কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় দু হাজার ব্যক্তি ভোট গণনায় নিয়োজিত হন।